বাংলা সাবানের গল্প

প্রিয় পঠিক, এই লেখাটি পড়ার আগে অক্টোবরে প্রকাশিত সাবানের গল্প লেখাটি পড়লে সূত্রগুলো খুব সহজেই ধরা যাবে।

আজকের বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বার। পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে শুরু যে যাদুর বাক্স তা এখন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের বিনোদনের ভীষন জনপ্রিয় মাধ্যম। হাটি হাটি পা পা করে যখন টেলিভিশন যাত্রা শুরু করে তখন বিজ্ঞাপনের তত আধিক্য ছিল না। হয়ত বিজ্ঞাপন দাতারা খরচ আর সীমিত দর্শক এর কথা চিন্তা করে এদিকে পা বাড়ায়নি। সেটাই ছিল বড় আর্শিবাদ -যে টেলিভিশন সেই শুরু থেকেই এই সকল বিজ্ঞাপনের হাতে বন্দি হয়নি । কিন্তু এই সময়টি বেশীদিন টিকল না। টেলিভিশনে প্রবেশ করল বিজ্ঞাপন । হিসাবটা সেই পুরানো। সাবানের হিসাব। তবে আমার মনে হয় এই সকল বিজ্ঞাপনের কোম্পানী শুধু মাত্র নাটক নয় যে কোন অনুষ্ঠানই বেশী বেছে নিত। তবে বিজ্ঞাপননের অত্যাচার বেড়ে যেত ঐ বিদেশী ইংরেজী সিরিজ গুলোর আগে। যেমন হাওয়াই ফাইভ ও, প্রিজেনার, ষ্টার ট্রেক ইত্যাদি। আর বাংলা নাটকগুলোর আগে এই সকল বিজ্ঞাপনের বাহার যন্ত্রনার পর্যায়ে চলে যেত। ত্রিশ মিনিটের নাটকে দেখা যেত পনের মিনিটের অবিরত বিজ্ঞাপন। দিনে দিনে এই কোম্পানীগুলো চালাক হয়ে উঠলো। তারা বেছে নিল বিশেষ উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান গুলো। তালিকার প্রথমে রইল ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান, ঈদের নাটক, টেলিভিশনে প্রচারিত বাংলা সিনেমা। খেয়াল করুন বাংলা সিনেমা এক সময় টেলিভিশনের চেয়েও জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু ঐ সকল কোম্পানীগুলো সেখানে পা দেয়নি । কারন কি? হিসাবটা ভীষন সহজ। সিনেমা দেখার জন্য ঘরের গৃহিনীকে ঘর থেকে বেড়িয়ে , সময় নিয়ে, নিজের পয়সা খরচ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ ওখানে বেশী বিজ্ঞাপন দেখালে উল্টো ফল হতে পারে। হয়ত বিরক্ত হয়ে সেই পন্য ব্যবহারই করবে না। কিন্তু ঘরের টেলিভিশনে যা দেখবে সবই ফ্রি! অতএব বিরক্ত হবার সম্ভাবনা খুব কম। খুব সচেতন ভাবে টেলিভিশনের এই শ্রেনীর দর্শকদের মনের উপড় পরীক্ষা চললো। সম্ভবত আশির দশকে একবার পত্রিকায় বেড়িয়ে ছিল যে, ঈদের আনন্দমেলার মাঝে একটানা ১৮ মিনিট বিজ্ঞাপন দেখিয়েও বাংলাদেশ টেলিভিশন দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়নি। ধন্য দর্শক! ধন্য তাদের ধৈর্য্য!

বাংলাদেশে সোপ অপেরা কবে থেকে শুরু হয়েছে? টেলিভিশনে ধারাবাহিক নাটকের শুরু সেই ১৯৬৭-৬৮ এর দিকে। তখন সাবানের আগ্রহের চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল শুদ্ধ সংস্কৃতি

ত্রিরত্ন নাটকে খান জয়নুল সহ অন্যান্য শিল্পী

চর্চ্চায়। সম্ভবত টেলিভিশনের প্রথম ধারাবাহিক নাটক 'ত্রিরত্ন" । ভীষন প্রতিভাবান তিন শিল্পী আশীষ কুমার লৌহ, খান জয়নুল আর মামুনুর রশীদ সহ আরো কয়েকজন এই নাটকের বিভিন্ন পর্ব লিখেছিলেন। নাটকটি ভীষন জনপ্রিয় ছিল। বিজ্ঞাপন দাতাদের চোখ খুলল । কিন্তু নাহ! ধারাবাহিক নাটক ঠিক ঐ সোপ অপেরার ফরমেটে টেলিভিশনে তৈরী হচ্ছিল না । ঠিক সেই সময়ে ১৯৭০ এর দিকে শহীদুল্লাহ কায়সারের "সংসপ্তক" উপন্যাস কে ভিত্তি করে তৈরী হলো ধারাবাহিক নাটক । কিন্তু সেই নাটকে শ্রেনী দ্বন্দ, বৈষম্য, এমন ভাবে ভর করল যে , সাধারন দর্শক নাটক দেখে মন ভার করে ঘুমাতে যেত। স্বাধীনতা সৃষ্টিশীলতায় নতুন গতি এনে দিল । সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল- ভাল কিছু করার সংগ্রামে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানেও অনেক পরিবর্তন এলো। নাটক তো তখন তুঙ্গে। কিন্তু ধারাবাহিক নাটকের হাওয়া তখনও টেলিভিশনে আসেনি। 'সকাল সন্ধ্যা' টেলিভিশনের প্রথম সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক। বলতে গেলে সোপ অপেরার ফর্মূলায় তৈরী। সেই সময়ের শাহেদ-শিমু (আফরোজা বানু-পিযূষ বন্দ্যোপধ্যায়) জুটি তো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। মানুষের ঘরে ঘরে তাদের ছবি লাগানো হতো। পারিবারিক দ্বন্দ, কলহ নিয়ে তৈরী সেই নাটক খুলে দিল সোপ অপেরার দীর্ঘ দিনের বন্দী জীবন। এরপর ধারাবাহিক নাটক পার্ল এস বার্ক এর গুড আর্থ অবলম্বনে তৈরী হলো "মাটির কোলে"। এই নাটকে শৈল্পীক মান আর জীবন বোধ যত বেশী- সস্তা জনপ্রিয়তার উপাদান তত নেই। অতএব জমলো না। বিজ্ঞাপন দাতারা দম মেরে বসে রইল। ততদিনে টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপনের কাছে বন্দি হয়ে গেল। কিন্তু টেলিভিশ তো পণ্যবাহী মালগাড়ী নয় যে কেবল অন্যের মাল খালাস করবে। শিল্পের সাথে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হলো। বিজ্ঞাপনের যাত্রা তো শুরু হলো কিন্তু নাটক আর পাওয়া যাচ্ছে না । তেমন হালকা মেজাজের ঘটনা নিয়ে আর ধারাবাহিক নাটক তৈরী হচ্ছিল না দীর্ঘদিন। দর্শক ও অপেক্ষা করছিল । বিজ্ঞাপন দাতারা তো টাকা নিয়ে ঘুরছে।

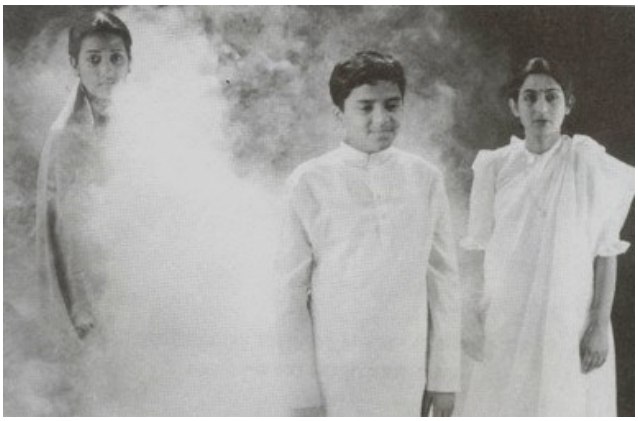

সংশপ্তক (নতুন) নাটকে সুবর্ণা মোস্তফা, অঞ্জন এবং রেহানা জামান

নতুন করে তৈরী হলো শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংসপ্তক'। তারপর ধারাবাহিক নাটকে এসেছে বিভিন্ন কালজয়ী উপন্যাস। কিন্তু এক সময় থেমে গেল। কারন খুব সহজেই বোধ

গম্য । ঐ সকল জীবন মুখী উপন্যাসে 'সাবানের' উপাদান খুবই অল্প। তাই সাধারন গৃহিনীর আগ্রহ কম। এই কোম্পানী গুলোর দরকার সাধারন হালকা মেজাজের ঘটনা। আমাদের চারিদিকে ঘটে যাওয়া ঘটনা। যা দেখতে গেলে সাধারন দর্শকরে দামী মস্তিস্কে কোন চাপ না পড়ে। একটু কাতু কুতু এক চিমটি প্রেম, একমুঠো পারিবারিক কলহ আর এক গ্লাস দু:খ দু:খ ভাব দিয়ে তৈরী করা দরকার একটা জমপেস নাটক। যা সহজে শেষ হবে না । পর্বের পর পর্ব চলবে। কোম্পানী গুলো হারিকেন দিয়ে এমন নাট্যকার খুঁজছিল। পেয়ে গেলেন একজনকে। যিনি উদ্ধার করলেন। উদ্ধার করলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের দর্শকদের। শুরু করলেন সোপ অপেরার জয়যাত্রা। হুমায়ূন আহাম্মেদ। তিনি নিজেই বলে ছিলেন কেবল একটি রঙ্গীন টেলিভিশন কেনার জন্য তিনি টেলিভিশনে লিখে ছিলেন 'এই সব দিন রাত্রি'! তারপর তার যাত্রা আর কেউ থামাতে পারে নি। সোপ অপেরার নেশা তাকে ঘড় ছাড়া করেছে। গড়েছেন "নুহাশ পল্লী"। অন্য ভাষায় সোপ অপেরার ফ্যাক্ট্রী । অনুমানে বলি, হুমায়ন আহামেদ ঘুম ভেঙ্গে চোখ খুললেই দেখেন ঐ সব কোম্পানী হাতে টাকা নিয়ে জিঞ্জেস করছেন-

-স্যার নতুন কোন নাটকের প্লট কি পেলেন? কত পর্বের? এখনই এডভান্স করি?

তো অমন আয়েসী , নিশ্চিত ব্যবসা ছেড়ে শুদ্ধ চর্চ্চায় আসা কি খুব সহজ? সহজ নয় কিন্তু তার পরও যার হৃদয়ে ঐ শুদ্ধ চর্চ্চার জন্য আকুতি দিন ভর ঘুড়ে বেড়ায় - সে সত্যি সত্যি বেড়িয়ে আসে। যেমন হুমায়ূন আহামেদও টেলিভিশনের ইতিহাসে ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা নিয়ে তৈরী করেছেন একের পর এক সোপ অপেরা। কিন্তু সময় সুযোগ করে ঠিকই তৈরী করেছেন কয়েকটি ভালো বাংলা সিনেমা এবং নাটক।

এই সব দিন রাত্রি নাটকে বুলবুল আহমেদ এবং লোপা

হুমায়ূন আহামেদ সোপ অপেরাকে সঠিক জায়গা করে দিলেন। এর পর এলো আরো কিছু বানিজ্যিক টেলিভিশন। এবার সোপ অপেরার রম রমা অবস্থা। নাট্যকার নির্মাতাও বুঝে গেলেন- কি লিখতে হবে-কি বানাতে হবে- যেন সহজেই "স্পন্সর" (মানে ঐ সাবান কোম্পানী) পাওয়া যাবে। স্পন্সররা চালাক হয়ে গেলেন। সোপ অপেরার একটি বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে ট্যাবলয়েড পত্রিকা। আর অপরটি হচ্ছে বিজ্ঞাপনে তারকাদের মুখ। যে সকল বিজ্ঞাপন দাতারা বিভিন্ন নাটক স্পন্সর করল- তারা সেই সাথে সেই সব নাটকের তারকাদের দিয়ে তাদেরই পন্যের বিজ্ঞাপন তৈরী করল। উবর্র মস্তিষ্ক বসে নেই। তারকাদের বড় বড় ছবি তৈরি করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাগানো হোল। মানুষের তারকা প্রীতিও ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেল। তারা আরো বেশী ঐ তারকাকে টেলিভিশনে দেখতে চায় । এবার বিজ্ঞাপন কোম্পানী আরেকটি হিসাব জুড়ে দিল - তারা সেইসব নাটককে স্পন্সর করবে যে সব নাটকে তাদের পন্যের তারকা আছে। তারকাদের

তো রম রমা অবস্থা। অবস্থাটি কি রকম একবার ভেবে দেখুন । নাট্যকার বা নির্দেশক ঠিক করছে না যে তার নাটকে কে অভিনয় করবে। ঠিক করছেন - যে পয়সা দেবেন। দর্শক বুঝতেও পারেনা কি এক গোলক ধাঁধায় বন্দী হয়ে গেল! কি অদ্ভুত শিল্প চর্চ্চা ।

প্রশ্ন হচ্ছে টেলিভিশনে যে সকল নাটক হয় তার সবকি তাহলে সোপ অপেরা? অ্যালেক্স হ্যালির রুটস, শহীদুল্লাহ কায়সারের সংষপ্তক? না । সব নাটক সোপ অপেরা নয়। সোপ অপেরা কোন জীবন ধর্মী উপন্যাস কে ঘিরে গড়ে উঠে না। কারন ঐ সব উপন্যাসে সোপ অপেরার সব উপাদান থাকে না। সংষপ্তক বা রুটস এ যে শ্রেনী বৈষম্যের দ্বন্দ্ব রয়েছে তা কিছুতেই সব শ্রেনীর দর্শকদের কাছে গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। আর ঐ সব কোম্পানী এমন সব অনুষ্ঠান /নাটক স্পন্সর করবে না যা দর্শকদের এক সেকেন্ডের জন্য বিরক্ত করে। কিন্তু এসব নাটক তো কোন না কোন কোম্পানী স্পন্সর করেছে । তারা কেন করল?

আমি বলি এটা এক ধরনের হটকারীতা। একটি উদাহরন দেই। এমন ধনী মানুষের সাক্ষাৎ কি কখনও হয়েছে যিনি একটি বইও পড়েন না কিন্তু ঘরে বিশাল লাইব্রেরী করে রেখেছেন। কেন করেছেন? ওটা একাটা সামাজিক স্ট্যাটাস। কিছু কোম্পানী মাঝে মাঝে জেনে শুনে ঐ রকম উচ্চমানের নাটক স্পন্সর করেন- কেবল একটি স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্য । তারা জানেন এতে তাদের কোন লাভ হবে না । কিন্তু একটি উচ্চ মানের দর্শকদের কাছে নিজেদের ইমেজটি ঠিক রাখলো । যেমন বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানী খুব ভাল করেই জানে, যে মহিলা সমিতিতে নাটক কেবল হাতে গোনা কতগুলো মানুষ দেখে। সেখানে বিটিসি তাদের পন্যের প্রচার না করলেও তাদের তামাকের বাজারের তেমন কোন ক্ষতি হবে না । কিন্তু তার পরও তারা নাম মাত্র টাকা দিয়ে নাটক বা নাট্য উৎসব স্পন্সর করবে। এটাও একটা স্ট্যাটাসের খেলা। আগেই বলেছি এই সোপ অপেরা গুলোকে শুদ্ধ শিল্প মানে খুব একটা বিচার করা হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শুদ্ধ শিল্প চর্চ্চার সাথে এর সরাসরি বিরোধ আছে। হ্যা 'সোপ অপেরা' চর্চ্চা এবং পরবর্তীতে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে 'তারকা গ্লামারের' খেলায় শুদ্ধ চর্চ্চা খুব ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যেমন মঞ্চে নাটক করেন এমন অনেকেই মঞ্চ ছেড়ে ফুল টাইম সোপ অপেরার তারকা বনে গ্যাছেন। এখানে টাকা আছে আর আছে সস্তা জনপ্রিয়তা। দুটাই হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যারা যদিও জীবিকার টানে সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন- কিন্তু ঠিকই সময় মত ফিরে এসেছেন শুদ্ধ চর্চ্চার জায়গায়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। শুদ্ধ চর্চ্চা ক'রে- ঐ সোপ অপেরার মত বিত্ত উপভোগ করা যায় না। উৎপল দত্তের কথা খুব মনে পড়ছে। কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে নাটক করতে গিয়ে যে তার যে দেনা হয়েছিল তা শোধ করেছেন সিনেমার পয়সা দিয়ে।

সোপ অপেরার জোয়ার মঞ্চ থেকে যত প্রতিভা টেনে নিয়েছে তারএকভাগও মঞ্চ কে ফেরত দেয়নি। নাট্য আন্দোলন বা নাটকের চর্চ্চা বরং এই ধারা কে আরো গতি এনে দিয়েছে। মঞ্চ নাটক যেন এই সোপ অপেরার শিল্পী তৈরীর কারখানায় পরিনত হয়েছে।

সবাই বুঝছে -এ এক সর্বনাশা খেলা, তারপরও খেলা শেষ হচ্ছে না। এ এক ধন্দ! বড় আশ্চর্য্য হবার বিষয় । যারা এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে তারাও জানে ক্ষতিটা কোথায়। কিন্তু জীবন জীবিকার প্রশ্নে কোথায় যেন আপোষ করতে হয়।

তাহলে এত মানুষ দিনের পর দিন বছরের পর বছর একই ধারা বাহিক নাটক কেন দেখে? কোন কোন বিদেশী ধারাবাহিক নাকি ২০বছর ও চলেছে। সেই সব দর্শকদের চাহিদা আর মানসিকতার মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনটা কি? আমার মনে হয় টেলিভিশনের নাটক আর মঞ্চের নাটকের "ফরমেট" একটা বড় বিষয়। প্রথমত মঞ্চ নাটক দেখার জন্য একটা মানষিক প্রস্তুতি ভীষন কাজ করে। যেমন আপনি কোন নাটকটি দেখবেন- তা পত্রিকা ঘেটে আগেই ঠিক করে রাখেন। তারপর অগ্রিম টিকেট কাটেন। নাটকের দিন সময় হিসাব করে ঘর থেকে বেড়িয়ে ঠিক সময় মত মিলনায়তনে গিয়ে পৌঁছান। টিকেট দেখিয়ে সিট খুঁজে বসেন। তারপর নাটক শুরু হয়। কিন্তু ঘড়ে বসে টেলিভিশন দেখার মধ্যে কিন্তু সেই প্রস্তুতিটি নেই। অধিকাংশ সময়েই কোন হিসাব না করেই অনেকে টেলিভিশন দেখতে বসে যায়। কেউ কেউ সেই সময় ঘরের অন্যান্য কাজও করেন। তার উপর এটা আবার ফ্রি। অবশ্য পে চ্যানেলের কথা আলাদা। তবে নাটকের টিকেটের দামের তুলনায় ঐ ফক্সটেল এর মাসিক ভাড়া একে বারে নস্যি! তো এমন ফ্রি এন্টারটেইনমেন্ট কে মিস করে?
দ্বিতীয়ত আপনি যখন মঞ্চে নাটক দেখেন তখন ঐ চরিত্র গুলো জীবন্ত মানুষ হিসাবেই মঞ্চে আসেন । তার চোখের পলক, চোখের পানি, ঘাম, নি:শ্বাস আপনি খুব কাছ থেকে দেখেন। আর ঐ চরিত্রের আবেগ অনুভূতি আপনাকে সারসরি আপ্লুত করে। অনেক মানুষই এমন কাছ থেকে আবেগ, অনুভূতি দেখতে ভালবাসেন না। তাদের কাছে ঐ টেলিভিশনের চরিত্রের হাসি কান্নাই বেশী স্বস্থি দায়ক। কারন ঐ গুলো জীবন্ত নয়। ঐ চোখের পানি ছিটকে এসে দর্শকের গায়ে পড়বে না। আমাদের প্রত্যেকের একটা কমফোর্ট জোন আছে। আমরা সেখানে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর সবাই মঞ্চ নাটক দেখে না। মঞ্চ নাটক দেখার জন্য এক ধরনের চোখ, মন, মনন আর তৃষ্ণা থাকতে হয়। এই তৃষ্ণা সবার থাকে না।

সিডনীতে পৃথিবী খ্যাত মিউজিক্যাল প্রোডাকসন "দি লায়ন কিং" গত তিন বছর একই মঞ্চে অভিনিত হয়ে গেল। প্রতিদিন গড়ে দুটি করে একই নাটকের প্রদর্শনী হয়েছে। সিডনীর সবাই কি দেখেছেন? উহু! এই অবিশ্বাস্য শিল্প কর্মটি দেখার মানুষ ছিল হতে গোনা। অথচ টেলিভিশনে 'হোম এন্ড এওয়ে' বা টম ক্রুজের ছবি সিনেমা হলে দেখার মানুষের অভাব হয়নি। এটা দি লায়ন কিং এর দোষ নয়। দর্শকদের রুচির দুর্ভিক্ষ। যারা অন্তত বছরে একটিও মঞ্চ নাটক দেখেন তারা যদি 'দি লায়ন কিং' না দেখে থাকেন তবে যে কি দেখেননি সেটা লিখে বোঝানো যাবে না ।

সোপ অপেরা যে তারকা ক্রেজ তৈরী করে তার সাথে সিনেমার তারকা ক্রেজ এর কিন্তু বেশ তফাৎ। হোম এন্ড এওয়ে বা নেইবারস এখন ভীষন জনপ্রিয় অষ্ট্রেলিয়ান সোপ।

ওখানে যারা অভিনয় করেছেন তাদের জনপ্রিয়তার সাথে সিনেমার তারকা টম ক্রুজ, মেল গিবসন, রাসেল ক্রো- এর জনপ্রিয়তা, সামাজিক ষ্ট্যাটাস আকাশ-পাতাল তফাৎ। অঙ্কার এর অনুষ্ঠান দেখলেই তা বোঝা যাবে।

নব্বই দশকের শেষের দিকে শুরু হলো "মেগা সিরিয়াল" শুরু হলো রমরমা ব্যবসা। এবার মেগা সিরিয়াল এর নামে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। পঁচিশ মিনিটের নাটকের সাথে দশ মিনিটের বিজ্ঞাপন। ব্যাস পয়ত্রিশ মিনিটের 'টিভি স্পট' হুর হুর করে বিক্রি হলো। বাংলাদেশ টেলিভীশন তাদের ইতিহাসে বিজ্ঞাপনে সব্বোর্চ আয় করেছে ২০০২-২০০৩ সনে। তবে সব সোপ অপেরাই যে দর্শক সমান ভাবে খাচ্ছে তা নয় । হুমায়ন আহামেদ কে উৎড়ে যায়নি কেউ। বিশেষ করে 'কেউ কোথাও নেই' নাটকে বাকের ভাইকে নিয়ে সারা দেশময় যে উন্মাদনা শুরু হয়েছিল তা সম্ভবত বাংলাদেশের সোপ অপেরার ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন। আশির দশকের ডালাসের জে আর কে গুলি করার পর "হু সট জে আর " এই পর্বটি নাকি সবচেয়ে বেশী দর্শক দেখেছিল। আমার ধারনা সম্ভবত বাকের ভাইএর ফাঁসির পর্বটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী মানুষ দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল। হুমায়ন আহামেদের একচেটিয়া বলয় থেকে দর্শকদের প্রথম বের করে নিয়ে এলেন আনিসুল হক। তার ধারাবাহিক '৫১বর্তী' এবং '৬৯'। সোপ অপেরার প্রতিটি বৈশিষ্ঠ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। "৫১বর্তী" যখন বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে দেখাচ্ছিল তখন আমি সিডনীতে। সিডনীতে একজন এক কালের মঞ্চকর্মী জিঞ্জেস করলেন -

আনিসুল হকের একান্নবর্তী দেখেছো?

নাতো

দুর তাহলে তুমি ঢাকার নাটক সম্পর্কে কিছুই জানো না। এটা দেখ তাহলে বুঝবা নাটক কাকে বলে? টেলিভিশন কাঁপায় দিছে। দারুন বানাইছে।

বন্ধুর ভাষা শুনে অবাক হলাম। এতো ট্যাবলয়েড পত্রিকার ভাষা। অভিনয় করে মঞ্চ বা টেলিভিশন কাঁপানো যায় তা আমার জানা ছিল না। আমি জানি কেবল ভূমিকম্পই এই দুটা কাঁপাতে পারে! আমি ভাবলাম নাটকটি না দেখে বোধহয় ভয়াবহ একটা অন্যায় করে ফেলেছি। তাড়া হুড়ো করে ডিভিডি জোগাড় করে এক নি:শ্বাসে ১০০ পর্ব দেখলাম। মিটি মিটি হাসলাম। আমার অনেক কিছু বলার আছে সেই নাটকের সহকর্মীকে। নাট্যকার আনিসুল হক আর নির্দেশক আল ফারুকী যা করতে চেয়েছেন ঠিক তাই করেছেন। দর্শকদের গোগ্রাসে খাইয়েছেন। কারন তারা জানেন দশর্ক কি খাবে। সোপ ফ্যাক্টরী আরো মোটা তাজা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি নাটকই একটু ভিন্ন চোখে দেখা যায়।

আগামীতে না হয় ভিন্ন চোখে দেখার চেষ্টা করব। আপনাদের সাথে পাবো তো?

স্বীকৃতি: বাংলাদেশ টেলিভিশন আর্কাইভস -বাংলাদেশ টেলিভিশন, সেপ্টেম্বর, ২০০৩

সিডনী, ২০ নভেম্বর'০৫

জন মার্টিন, একজন অভিনেতা, নির্দেশক এবং নাট্যকার
probashimartins@gmail.com